তারিখ ... 06 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৩ ...

সমকাল

বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রাইভেট...

মুকতাদির আহমেদ

আমার শিক্ষাজীবনের শুরুটা ছিল খুবই সহজ। ভালো ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলাম, বিশেষ করে মাধ্যমিকের শেষ দিকে। ২০০৬ সালে এসএসসি পরীক্ষাতে ভালোভাবেই পাস করে গিয়েছিলাম। এই ভালো করাটাই হয়েছিল আমার জন্য কাল। উচ্চমাধ্যমিক জীবনে নিজের বিষয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস জন্মানোর কারণে পড়ালেখায় ফাঁকি দিতে থাকলাম। এদিকে সঙ্গে কিছু বন্ধু ছিল, যারা পড়ালেখা ঠিকমতো করলেও স্বীকার করতে চাইত না আর আমিও বোকার মতো ভাবতাম যে, কেউই ঠিকমতো পড়ালেখা করছে না। এছাড়া অযথা অকাজে সময় নষ্ট করা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, যা সম্পূর্ণটাই আমার নিজের দোষ বলে মনে করি। এইচএসসি কোনোভাবে পার হই, আর ফাঁকি দেওয়ার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাই ভর্তিযুদ্ধে নেমে। আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময় ছিল সেই কয়েক মাস, অনেকটা একা হয়ে গিয়েছিলাম। যারা আমাকে নিয়ে আশা করতেন তারা অনেকে কষ্ট পেয়েছিলেন। লেখাপড়ায় ফাঁকি দেওয়ার কারণে ব্যক্তিগত জীবনে এ রকম বিষাদ নেমে আসতে পারে তা ছিল আমার চিন্তার বাইরে। যাই হোক, রাজশাহী জেলার বাইরে কোথাও পরীক্ষা দেইনি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাই, হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মতো অবস্থা। আমাদের অনার্সের ক্লাস শুরু হয় ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে।

> বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম, যথাসম্ভব ভালো ফল নিয়ে এখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা থাকবে। প্রথমেই কিছু নেতিবাচক ধারণার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এ রকম অনেক ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে, ভালো ফল করা এখানে অনেকটা অসম্ভব, মূল বই পড়া মানে বোকামি আর সময় নষ্ট, নোট জোগাড় করে পড়া দরকার; এ রকম অনেক কিছুই

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম, যথাসম্ভব ভালো ফল নিয়ে এখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা থাকবে। প্রথমেই কিছু নেতিবাচক ধারণার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এ রকম অনেক ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে, ভালো ফল করা এখানে অনেকটা অসম্ভব, মূল বই পড়া মানে বোকামি আর সময় নষ্ট, নোট জোগাড় করে পড়া দরকার; এ রকম অনেক কিছুই।

প্রাইভেট পড়ারও একটা চল দেখেছিলাম অনেকের মধ্যে, যা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র হিসেবে অপমানজনক মনে হতো। 'কী এমন আছে সিলেবাসে, যা ক্লাস করা আর নিজের চেষ্টার পরেও বোঝা যাবে না?' এই প্রশ্নের উত্তর হলো– 'কিছুই না'. অন্তত আমার মতে। শর্ত, সারা বছর পড়ে যেতে হবে, লেগে থাকতে হবে। প্রথম বর্ষের মাঝামাঝিতে একটি ক্লাস টেস্টের পরে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমাকে ডেকে বলেছিলেন, আমার লেখাপড়া ভালো হচ্ছে, যদিও কিছু সমস্যা আছে; তবুও আমি যেন পড়ালেখা করতে থাকি। ভর্তিযুদ্ধের কঠিন সময় কাটানোর পর এই মন্তব্য আমাকে অনেক সাহস দিয়েছিল, নিজের ওপর হারানো বিশ্বাস অনেকটা ফিরে পেয়েছিলাম।

প্রথম বর্ষের ফলে কিছুটা অবাক হলেও তা আশার আলো দেখিয়েছিল। বুঝেছিলাম যে এভাবে চালিয়ে যেতে পারলে খুব একটা খারাপ করব না। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ এভাবেই কেটে যায়। অনার্স ফাইনালের ফল নিয়ে কিছুটা ভয় ছিল। কারণ যে ফলের আশা করছিলাম তা হয় কাঁটায় কাঁটায় পেতাম অথবা একটুর জন্য ছুটে যেত। আল্লাহর রহমতে তা কাঁটায় কাঁটায় পেয়েছিলাম। আমার চার বছরের ফল যথাক্রমে ৩.৫২৮, ৩.৪৭৫, ৩.৪৭৫ এবং ৩.৫২২। গড়ে ৩.৫০০, ঠিক যা আশা ছিল।

আমার শিক্ষাজীবন থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো, নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করার বিকল্প নেই। নিজের কাজ নিজে না করে অন্যকে দোষ দিলে সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে মাত্র। দায়িত্বের প্রতি সততা থাকলে ও নিজে যোগ্য হলে ভালো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, কমে না; যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবে নানা কারণে এই দুটি গুণ থাকার পরও বঞ্চিত হওয়া আমাদের সমাজে অস্বাভাবিক নয়। সর্বোপরি ধৈর্য এবং পরিশ্রমের বিকল্প নেই। আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন, তবে তা সাবধানী আত্মবিশ্বাস, কখনোই অনিয়ন্ত্রিত আত্মবিশ্বাস নয়।

আমার স্বপ্ন এমন একটি বিশ্বের যেখানে অর্থ বা শক্তি নয়, মানুষের মূল্যায়নের মাপকাঠি হবে তার নৈতিক, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলি। আমি আমার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সব ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ইতিবাচক ভূমিকা রাখার মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষাকে সঠিক উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যেতে চাই, যার জন্য আমি সবার দোয়াপ্রার্থী।

স্নাতকে (সম্মান) প্রথম স্থান, ইংরেজি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়